JAN 17 20

বিতর্কিত সিদ্ধান্তের কারণে হেলথ টেকনোলজি শিক্ষায় স্থবিরতা ॥ দশ হাজার পদ খালি

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ সরকারের একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্তের কারণে দেশের হেলথ টেকনোলজি শিক্ষায় এক স্থবিরতার সৃষ্টি হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে এই মুহূর্তে কমপক্ষে দশ হাজার হেলথ টেকনোলজিস্টের পদ খালি রয়েছে। রোগ নির্ণয় খাতে প্রশিক্ষিত জনবলের এই অভাবের জন্য রোগীরা বিপুল অর্থ ব্যয়ের পরেও বিভিন্ন টেস্টের সঠিক রেজাল্ট পাচ্ছে না। সরকারী অথবা বেসরকারী সকল ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি সম্পর্কে জনমনে দেখা যাচ্ছে দারুণ অনীহা। মানুষ চিকিৎসার পাশাপাশি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যও ছুটে যাচ্ছে বিদেশে।

দেশজুড়ে সরকারী ও বেসরকারী সকল পর্যায়ে প্রশিক্ষিত অর্থাৎ ডিপ্লোমাধারী হেলথ টেকনোলজিস্টের এখন বড় অভাব। সরকারী পর্যায়েই টেকনোলজিস্টের কমপক্ষে ছয় হাজার পদ বর্তমানে খালি রয়েছে। এই খালির একটি মাত্র কারণ— প্রয়োজনীয়সংখ্যক ডিপ্লোমাধারীর অভাব। দেশে বর্তমানে এই ডিপ্লোমা প্রদানের জন্য সরকারী পর্যায়ে দু'টি এবং বেসরকারী পর্যায়ে দু'টি ইনস্টিটিউট রয়েছে। সরকারী দু'টি প্রতিষ্ঠানে ১৬০টি করে আসন রয়েছে। এ থেকে প্রতিবছর পৌনে দু'শ' থেকে দু' শ' জন করে ছাত্রছাত্রী ডিপ্লোমা ডিগ্রী লাভ করে। সামগ্রিক চাহিদার তুলনায় এই সংখ্যা খুবই কম। ফলে প্রশিক্ষিত জনবলের ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়— থানা পর্যায়ের প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রেই কমপক্ষে চারজন করে হেলথ টেকনোলজিস্টের পদ রয়েছে। অথচ বাস্তবে এসব থানার সিংগভাগেই ২টি করে পদ খালি রয়েছে। এমনকি অনেক মেডিক্যাল কলেজের ব্লাড ব্যাংকে পর্যন্ত সর্বমোট ২ জন করে টেকনোলজিস্ট রয়েছে, যেখানে থাকা দরকার কমপক্ষে ৬ জন। ফলে অফিস টাইমের পরে জরুরী ভিত্তিতে রক্ত দরকার পড়লে রোগীদের বেকায়দায় পড়তে হয়! প্যাথলজি ছাড়াও রেডিওগ্রাফি, ডেন্টাল, ফার্মেসি, ফিজিওথেরাপি— সকল ক্ষেত্রেই বিরাজ করছে একই সমস্যা।

সরকারীর তুলনায় বেসরকারী পর্যায়ে টেকনোলজিস্টদের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। দেশে বর্তমানে কমপক্ষে সহস্রাধিক ছোটবড় ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি রয়েছে। এর মধ্যে এমন একটি ল্যাবরেটরিও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে সকল টেকনোলজিস্টই ডিপ্লোমাধারী। ওয়ার্ডবয় কিংবা সাধারণ এসএসসি পাস ছেলেমেয়েদের দিয়ে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালাচ্ছে তারা। নগরীর নামকরা কয়েকটি ল্যাবরেটরিতে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, তাদের ৮০ শতাংশ টেকনোলজিস্ট ডিপ্লোমাবিহীন। ফলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যত মূল্যবান যন্ত্র দিয়েই হোক না কেন, যন্ত্রের পিছনের হাতুড়ে ব্যক্তিটির জন্য ফল হচ্ছে উল্টাপাল্টা। অথচ সাধারণ মানুষের অর্থ বের হয়ে যাচ্ছে ঠিকই। বিপরীত দিকে ভুল ফলের কারণে নিরীহ মানুষের জীবন হচ্ছে বিপন্ন।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, প্রশিক্ষিত হেলথ টেকনোলজিস্টদের এই স্বল্পতার কারণে সংশ্লিষ্ট মহলের উচিত এ শিক্ষার আরও প্রসার ঘটানো। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে আসন বৃদ্ধি করা, বেসরকারী পর্যায়ে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা। কিন্তু বাস্তবে চলছে প্রত্যাশিত উল্লিখিত উদ্যোগসমূহের বিপরীত প্রবণতা। হেলথ টেকনোলজি শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের উল্টা নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে। এক্ষেত্রে সাম্প্রতিকতম বিতর্কিত সিদ্ধান্ত হচ্ছে— ইনস্টিটিউটগুলোতে ভর্তির শর্ত কঠোরতর করা। আগে অর্থাৎ গতবছর পর্যন্ত নিয়ম ছিল এসএসসিতে দ্বিতীয় বিভাগ পেলেই এই ইনস্টিটিউটে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়া যাবে। কিন্তু এ বছর নতুন নিয়ম করা হয়েছে— ভর্তির জন্য আবেদন করতে হলে ন্যূনতম প্রথম বিভাগ থাকতে হবে। এই একটি নিয়মের কারণে রাতারাতি এ শিক্ষায় আগ্রহীদের সংখ্যা কমে গেছে। বেসরকারী একটি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ ব্যক্তি জানিয়েছেন, গত বছর যেখানে তাদের ওখানে ১১০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছিল, এবার নতুন নিয়মের কারণে সেখানে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মাত্র ৫০ জন। স্বাস্থ্য বিভাগের একজন কর্মকর্তা বলেন, এসএসসিতে প্রথম বিভাগ পেয়ে কেউই ডিপ্লোমা পড়তে চায় না। সকলেই আগ্রহী হয় উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায়। ফলে এভাবে চলতে থাকলে হেলথ টেকনোলজি শিক্ষায় আগ্রহী ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ক্রমশ কমতেই থাকবে। সংশ্লিষ্টদের মতে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই এ শিক্ষায় ভর্তিচ্ছুদের যোগ্যতা শিথিল করা দরকার।